অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ (AMR)

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

যখন ওষুধ (যেমন অ্যান্টিবায়োটিক) জীবাণুর প্রতি কাজ করা বন্ধ করে, তখন তাকে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বা AMR বলা হয়।
এর ফলে মানুষের, পশুদের ও গাছের রোগের চিকিৎসা আরও কঠিন ও ব্যয়বহুল হয়ে যায়।

AMR - এর প্রধান প্রকারভেদ কী কী ?

- অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রতিরোধ
- অ্যাকারিসাইডাল প্রতিরোধ
- অ্যানথলমিনটিক প্রতিরোধ

এটি কীভাবে ঘটে ?

অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যাকারিসাইডাল এবং অ্যানথলমিনটিক প্রতিরোধ উদ্ভবের প্রধান কারণগুলো হলো

1. অবিবেচিত ব্যবহার
2. অপর্যাপ্ত মাত্রায় ব্যবহার
3. দুর্বল জৈবসুরক্ষা ব্যবস্থা

আমাদের কেন উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত?

AMR-এর ঝুঁকি

পশু স্বাস্থ্য

- গরু ও মহিষেরা চিকিৎসার প্রতি সাড়া দেয় না,
- চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি
- দুধের উৎপাদন হ্রাস

AMR-এর কারণে কৃষকের আয় হ্রাস!

মানব স্বাস্থ্য

- সংক্রমণ সারানো আরও কঠিন হয়ে যায়
- চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি

AMR-এর কারণে স্বাস্থ্যসেবার খরচ বৃদ্ধি !

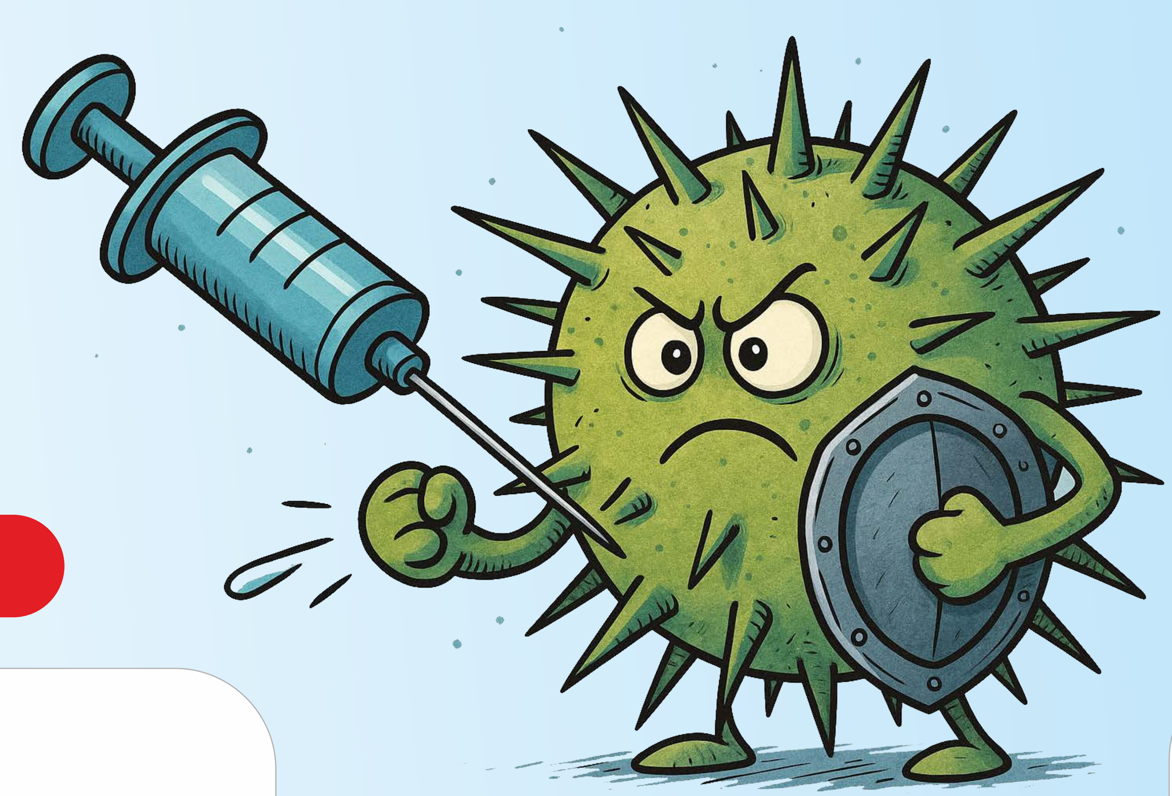

খাদ্য নিরাপত্তা

দুধ ও মাংসে অবশিষ্ট থাকতে পারে, যা প্রত্যাখ্যানের ঝুঁকি বাড়ায় এবং ভোক্তাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

কৃষিক্ষেত্রে প্রভাব

মাটির জীবাণুও প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে, যা উদ্ভিদের স্বাস্থ্য ও বৃহত্তর পরিবেশকে প্রভাবিত করে

পরিবেশ স্বাস্থ্য

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধী রোগজীবাণু এবং গোবর ও প্রস্রাবের মাধ্যমে অ্যান্টিবায়োটিক অবশিষ্টাংশ মাটি ও জলকে দূষিত করে

পশু ও মানুষের মধ্যে AMR-এর ঝুঁকি বৃদ্ধি করে!

অ্যাকারিসাইড প্রতিরোধ:

অ্যাকারিসাইডের ঘন ঘন ও অনিয়মিত ব্যবহারে এঁটুলির মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয়

এঁটুলি-বাহিত রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে!

অ্যানথলমিনটিক প্রতিরোধ :

অ্যানথলমিনটিক প্রতিরোধ :

অতিরিক্ত কৃমিনাশক ব্যবহারে কৃমি প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে

পশুর উৎপাদনশীলতা হ্রাস করে!

সমাধান: এক স্বাস্থ্য পদ্ধতি

- অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যাকারিসাইড ও অ্যানথলমিনটিকের সচেতনভাবে ব্যবহার
- সঠিক জৈবসুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ নিয়ম অনুসরণ করুন
- সঠিক বর্জ্য নিষ্পত্তি কার্যকর করুন
- সঠিক মাত্রার জন্য পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নিন
- স্ব-চিকিৎসা এড়িয়ে চলুন
- যথাসম্ভব ইভিএম (EVM)পদ্ধতি ব্যবহার করুন

EVM ফর্মুলেশনগুলোর জন্য QR কোড স্ক্যান করুন

ঠুনকো রোগ | কৃমিনাশক | এঁটুলি | জ্বর | ডায়রিয়া

এখনই AMR বন্ধ করুন!